দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জিপিএ-৫ পাওয়া ১০ হাজার শিক্ষার্থীর পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি অনিশ্চিত

বুয়েট-মেডিক্যালসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই শুরু ভর্তিযুদ্ধ

মোশতাক আহমেদ ও নিবেদিতা চ্যাটার্জী

এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার পর এবার এইচএসসিতেও জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের এই কৃতী ছাত্রী এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারছে না সে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে কিনা। উচ্চ শিক্ষায় ভাল প্রতিষ্ঠানে তীব্র আসন সঙ্কটের কারণে নিবেদিতার মতো এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ পাওয়া দশ হাজার দু'শ' পাঁচ মেধাবী শিক্ষার্থী কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে কিনা। তাই ভাল ফল করেও স্বস্তিতে নেই

সদ্য এইচএসসি উত্তীর্ণ এসব মেধাবী শিক্ষার্থী। শুধু জিপিএ ফাইভ পাওয়া নয় এবারের এইচএসসি পরীক্ষার রেকর্ড গড়া ফলে পাসের হার বেড়ে যাওয়ায় ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে জিপিএ ৩-এর

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জিপিএ-৫ পাওয়া

(প্রথম পাতার পর)

উপরে পাওয়া সব শিক্ষার্থীই চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। সার্বিকভাবে এইচএসসি উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ভর্তির সুযোগ পেলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বুয়েট, মেডিক্যাল এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একপ্রকার যুদ্ধ করে আসন জয় করতে হবে। এমনকি ভাল মানের কলেজগুলোতেও অনার্সে ভর্তি হতে পারবে না অনেকে। অন্যদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগীয় শহরের কলেজগুলো যদি লম্বা বন্ধের কবলে পড়ে তাহলে ভর্তি পরীক্ষাও পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক হিসেব থেকে জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংখ্যা প্রায় দুই লাখ বিরাশি হাজারের মতো। এর মধ্যে পাবলিক বিদ্যালয়ের আসন রয়েছে ছাব্বিশ হাজারের মতো। প্রাইভেট ভার্সিটিতে আসন রয়েছে চল্লিশ হাজারের মতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহে অনার্সে আসন রয়েছে এক লাখ বিশ হাজারের মতো। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী, লেভেলে আসন রয়েছে নব্বই হাজারের মতো। সরকারী মেডিক্যালের আসন সংখ্যা এক হাজার নয় শ' ষাটটি। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরও চার হাজারের মতো আসন রয়েছে। এ ছাড়া কিছু ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে আরও কিছু আসন রয়েছে।

পাবলিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সে আসন রয়েছে সাড়ে চার হাজার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আসন রয়েছে সাড়ে আট শ'। সরকারী মেডিক্যালে এক হাজার নয় শ' ষাটটি।

এবার সাত শিক্ষা বোর্ডে দুই লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে কেবল জিপিএ-৫ পেয়েছে দশ হাজার দু'শ' পাঁচ শিক্ষার্থী। এরা সবাই প্রতিটি বিষয়ে গড়ে আশি নম্বরের উপরে পেয়েছে। জিপিএ ৪ থেকে ৫ পেয়েছে উনষাট হাজার ১৫২ শিক্ষার্থী। এরা প্রতিবিষয়ে গড়ে নব্বর পেয়েছে সত্তর থেকে আশি। নিঃসন্দেহে এরা মেধাবী। জিপিএ ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৫৬ হাজার ৪৩৮ শিক্ষার্থী। এরা গড়ে নব্বর পেয়েছে প্রতিবিষয়ে ষাট থেকে সত্তর। এসব শিক্ষার্থীর মূল টার্গেট থাকে বুয়েটসহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সিটের চেয়ে উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় তাদের ভর্তি পরীক্ষায় যুদ্ধ করেই আসন জয় করতে হবে।

জিপিএ ফাইভ পাওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম টেনশনে। কারণ তাদের প্রথম টার্গেট থাকে বুয়েট, মেডিক্যাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কয়েকটি বিষয়ের দিকে। এবার জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দশ হাজার দু'শ' পাঁচ শিক্ষার্থী। এই হিসেবে জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা ভুগছে। এর বাইরে বাকি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও প্রথমে ভাল জায়গায় ভর্তির চেষ্টা করবে। কিন্তু ভাল জায়গায় ভর্তির নিশ্চয়তা নেই এবার। অবশ্য আশার-আলো কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হওয়ার সুযোগ মিলবে শেষতক।

সাত বোর্ডের পাশাপাশি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনস্থ আলিম এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনস্থ এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীরাও সাধারণ শিক্ষার ভাল মানের প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা করবে। এই হিসেবে উচ্চ শিক্ষায় ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে এবার তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। অবশ্য আলিম উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ফাজিলে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি আসন রয়েছে।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য মেডিক্যাল, বুয়েটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল বিষয়গুলোতে আসন বাড়ানো উচিত।